মরুভূমিতে বাংলা কাব্য

ব্রিটিশ আমলে, উনিশ শতকের মাঝের দশকগুলোতে, কলকাতার বটতলায় বাংলা ভাষায় যখন ছাপাখানা চালু হচ্ছে, ততদিনে অস্ট্রেলিয়ার ব্রোকেন হিল-এ রুপো আবিষ্কারের ফলে আদিবাসী উইলিয়াকালি-দের দেশ ও ভাষা ধ্বংস হতে শুরু করেছে। ‘ব্রোকেন হিল প্রোপ্রাইটি কোং’ (‘বিএইচপি’) খনির কারবারের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক শহর গড়ে উঠল। এখন বিএইচপি-র ব্যবসা মিলিয়ন ডলারের অংক ছাড়িয়ে গিয়েছে, আর উইলিয়াকালি-দের ভাষা তো পুরোপুরি উধাও। উনিশ শতকে প্রচুর ভারতীয় ও আফগানি লোক চলে গিয়েছিলেন ব্রোকেন হিলে। শহরের উত্তর সীমানায় পুরনো একটা ছোট্ট মসজিদ রয়ে গিয়েছে, ১৮৮৭ সালে বানানো। ব্রিটিশ আমলে বহু মানুষ এখানে নামাজ পড়তেন। ২০০৯-এর জুলাই মাসে সেই মসজিদ দেখতে গিয়ে, একটা ভাঙা তাক-এ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে চোখে পড়ে গেল এক বই। ধুলোভরা পাতা উল্টে দেখি, বাংলায় লেখা! কে যেন ইংরেজিতে প্রথম পাতায় লিখে রেখেছে, ‘দ্য হোলি কোরান’। অস্ট্রেলিয়ার এক ইতিহাসের বইতেও লেখা আছে যে, এই মসজিদে একটা কোরান রাখা আছে। কিন্তু পড়ে দেখি, বইটা আসলে কোরান নয়, পাঁচশো পাতার বাংলা কাব্য। ১৩০১ বাংলা সালে ছাপা বটতলার বই!

অস্ট্রেলিয়ার এক ইতিহাসের বইতেও লেখা আছে, এই মসজিদে একটা কোরান রাখা আছে। আসলে কোরান নয়, পাঁচশো পাতার বাংলা কাব্য। ১৩০১ বাংলা সালে ছাপা বটতলার বই!

অস্ট্রেলিয়ার গভীর মরুভূমির শুরু ব্রোকেন হিল শহর থেকে। বহু বছরের মরুভূমির তাপে পাতাগুলো ভাজা-ভাজা। বটতলার প্রকাশক কাজী সফিউদ্দিনের কেতাব, ‘কাছাছল আম্বিয়া’। কলকাতার চিৎপুর রোডে ছাপা। আরবি কিসাস-উল আম্বিয়া হাদিসের অংশ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে বাংলায়। নবি হজরত আদমের গল্প ‘সাএরি’ করেছেন কবি মুনশি রেজাউল্লা। শুরু : ‘এক মুষ্টি খাক দিয়া, মাটির মুরত কিয়া, পয়দা কৈল আদম ছুরতে’। ‘সায়েরের বালাম ও কেতাব তরজমা করিবার বয়ান’ পড়ে জানা গেল, রেজাউল্লা লেখক হয়ে উঠলেন কী করে। উনি লিখছেন : ‘ভাবি মোনে আল্লা বিনে নাহি মদদগার। জে বা জাহা ঢোঁড়ে তারে দেয় পরত্তার। সেই ভরসাতে আমি ওম্মেদ রাখিয়া। শুমুদ্দুরে দিনু ঝাপ কোমর বান্দিয়া।’

অস্ট্রেলিয়ার অভিলেখ্যাগারে পুরনো নথি খুঁজতে-খুঁজতে দেখি, ১৮৮০ সালে এক পাঞ্জাবি ব্যবসাদারের উর্দু স্মৃতিকথায় পাওয়া যাচ্ছে দেরভায়েস নামে এক বাঙালি মানুষের কথা। তিনি মেলবোর্নে টক-আচার বেচতেন। তারপর পেলাম ১৮৯০ সালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট হেডল্যান্ড শহরে কলকাতার এক বাবুর্চির খোঁজ, মাছ ভাজতেন। ফ্রিম্যান্টল শহরে তো বহু বাঙালি কাপড়ের ব্যবসা করে দর্জিপাড়াই খুলে বসেছিলেন। ১৯০৭ সালের দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পুলিশের কাগজপত্র থেকে বেরল, বাঙালি খালাসি আরজাদজল্লা কিল-ঘুষি মেরে কলকাতার আবদুল্লাকে জাহাজেই মেরে ফেলেছিল। যিনি পুলিশের কাছে তার নামে নালিশ করেছিলেন, বাংলায় সই করেছেন, ‘মির বস’। ১৯৩০-এর দশকে পাই, এক কলকাতার রিকশাওলা উট নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন পিলবারা মরুভূমিতে। বটতলার বই নিশ্চয় এমন কারও হাত ধরেই পৌঁছেছে ব্রোকেন হিল-এ। এই সব মানুষের মধ্যে অনেকেই ফিরে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কেউ ঘুরতে-ঘুরতে নোঙর ফেলেছিলেন মহাসাগরেরই অন্য দ্বীপে। অনেকে অস্ট্রেলিয়ায় রয়ে গিয়েছিলেন আদিবাসী মহিলা বিয়ে করে।

খোঁজ করতে-করতে গেলাম ‘মারি’ মফস্সলে। এটা রেল স্টেশন ছিল এককালে। ভারতের মুসলমানদের বৃহত্তম উটের ব্যবসা ছিল এখানেই। অস্ট্রেলিয়ার জাতপাত তখনকার ভূগোলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। মারি-র রেলপথের পশ্চিম দিকে বাস করত ব্রিটিশরা। পুবদিকে চারশোর বেশি মুসলমান মানুষ একত্র হয়ে দু’টো মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিলেন। মুসলমান পাড়ার চৌহদ্দিতে এসে জড়ো হয়েছিলেন বহু আদিবাসী, তাঁদের নিজের-নিজের দেশ হারানোর পর। মারি-তে পেলাম আদিবাসী ‘আরাবানা’ ভাষায় প্রচুর মুখে মুখে ছড়ানো গল্প, মুসলমানদের নিয়ে। পরিচয় হল আদিবাসী নেতা রেজ ডড-এর সঙ্গে। অনেক বয়স হয়েছে, তবুও ইনি আরাবানা ভাষার স্বীকৃতির জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্রোকেন হিল-এর মসজিদে বটতলার বইয়ের কথা শুনে তিনি তো অবাক। বহু মুসলমান তখন আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি মিশে গিয়েছিলেন। কেউ বা আবার আরাবানা মেয়ে চুরি করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যেতেন উটে চড়ে। রেজ বললেন, দেখো, তোমায় গবেষণার শেষে এইখানেই আবার আসতে হবে, কারণ তুমি দেখবে পুঁথিটা আসলে এই আরাবানা-দের হাত থেকেই গিয়েছে ওই মসজিদে।

এখন কলকাতায় এসেছি বটতলা ও কাজী সফিউদ্দিনের হালহদিশ জানতে-বুঝতে। অস্ট্রেলিয়া থেকে এই পশ্চিমবঙ্গ অবধি যাঁর সন্ধানে এলাম, ঘুরলাম, তার ঠিক ঠিকানা পাব কি না জানি না, কিন্তু এই জার্নি-তে এত মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হল, মাতৃভাষার যানে চড়ে এমন আশ্চর্য যাত্রা হল, সেটাই বিরাট প্রাপ্তি।

সামিয়া খাতুন
কলকাতা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা :
লেটারবক্স, **রোববার**
সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
robbar@sangbadpratidin.org
Fax 22127977